Association for Protection of Democratic Rights
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
Eternal Vigilance is the Price of Liberty

18 Madan Baral Lane , Kolkata- 700 012
Website: www.apdr.org Email: apdr.wb@gmail.co
Contact: 9433101611

প্রেস বিবৃতি

দেশজুড়ে তল্লাশিরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

দেশ জুড়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও অন্যান্য গণ -সংঠনের কর্মকর্তাদের উপর ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (NIA-এর) পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক সন্ত্রাসে এপিডিআর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন। একইভাবে আজ সকাল থেকে লেখক, সম্পাদক, সাংবাদিক, কমেডিয়ান থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষের বিরুদ্ধে দিল্লী পুলিশের তল্লাশি অভিযানকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

গতকাল এনআইএ অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টি কমিটি সহ বিভিন্ন গণ–সংগঠনের কর্মকর্তাদের বাড়িঘর, অফিস মিলিয়ে ৬২ টি জায়গায় দিনভর তল্লাশি চালিয়েছে। মোট ৪৩ জন কর্মকর্তার বাড়িঘরে তল্লাশি চালিয়ে শ্রমিক সংগঠন প্রগতিশীল কার্মিকা সংগঠনের রাজ্য কমিটির একজন সদস্যকে মাওবাদী যোগের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। ৪৩ জন তল্লাশিকৃত কর্মকর্তার মধ্যে এপিসিএলসির ৭ জন কর্মকর্তা আছেন। এছাড়া আছেন সাংস্কৃতিক সংঠন বীরসম (আরডব্লুএ), বালগোপাল প্রতিষ্ঠিত হিউম্যান রাইটস ফোরাম এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তারা। এনআইএ প্রেস বিবৃতি দিয়ে দাবি করেছে এই সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠন সিপিআই - মাওবাদী পার্টির ফ্রন্টাল সংগঠন। কে ঠিক করলো এগুলো মাওবাদীদের ফ্রন্টাল সংগঠন? সংগঠনগুলো বলেছে ওদের কর্মসূচি – গঠনতন্ত্রে ? তাহলে এনআইএ কী ভাবে বলতে পারে সংগঠনগুলি মাওবাদীদের ফ্রন্টাল সংগঠন? এনআইএ - এর কি এই অধিকার আছে? নেই। তাহলে ! রাস্ট্রের একটি তদন্ত সংস্থা স্বয়ং রাস্ট্র হয়ে উঠেছে! মজার ব্যাপার হলো, এই মাওবাদী পার্টির জন্মের বহু আগে থেকেই এসব সংগঠনগুলি সক্রিয়। যেমন এপিসিএলসি-র জন্ম ১৯৭৩ সালে অর্থাৎ ৫০ বছর আগে। সিপিআই মাওবাদীর জন্মের বহুবছর আগে।

- প্রসঙ্গত এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশে পিইউসিএল এর রাজ্য সভাপতি সীমা আজাদ সহ বহু গণ আন্দোলনের কর্মীর বাড়িতে একই ভাবে এনআইএ তল্লাসি হয়েছে।
- গত ৯ সেপ্টম্বরও ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানায় মাওবাদী খোঁজার নাম করে সিএলসি সহ মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকর্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাসি করেছে এন আই এ।
- এন আই এ –র দাবি ২০২০ সালের একটি এফআইআর এর তদন্তের প্রয়োজনে এই তল্লাসি। অথচ সেই মামলায় ইতিমধ্যে ৭ জনের নামে চার্জসীট জমা পড়ে গেছে।
- গতবছরও এদের অনেকের বাড়িঘর তল্লাসি হয়েছিল। অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

এনআইএ -এর এই আচরণ চরম আপত্তিকর ও অন্যায়। আসলে এই সংগঠনগুলো আপসহীন ও সত্যনিষ্ঠ। বহু বছর ধরে তাঁরা সততার সঙ্গে মানুষের স্বার্থে আপসহীন ভাবে কাজ করে চলেছে। এপিসিএলসি, সিএলসি (তেলেঙ্গানা), এইচ আর এফ, পিইউসিএল এর মতো মানবাধিকার সংগঠনগুলির তথ্যানুসন্ধান বহু চাপাপড়া সত্যকে সামনে এনেছে। সরকারকে তাঁরা বিব্রত করেছে। সরকার ও কর্পোরেটের অশুভ আঁতাতকে জনতার

সামনে জানান দিয়েছে।বহু চাপ সত্বেও মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তারা লাগাতার সোচ্চার থেকেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির উপর মোদি সরকারের চিরকালই খুব রাগ। বড় উদাহরণ ভীমা কোঁরেগা মামলা। মিথ্যা মামলায় দেশের অগ্রগণ্য ১৬ জন মানবাধিকার ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীকে জেলে পুরেছিল সরকার। যাদের অনেকেই এখনও জেলে। পেগাসাস ব্যবহার করে ল্যাপটপ হ্যাক করে কাগজপত্র ঢুকিয়ে দিয়েও তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমান করতে পারেনি। আসলে যেকোন ভাবে তাঁদের আটক রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। সরকার তাই এসব আপসহীন কর্মীর মুখ বন্ধ করতে চাইছে। ভয় দেখাচ্ছে। নতি স্বীকার না করলে সরকার মিথ্যা মামলায় এদেরও গ্রেপ্তার করতে পারে।

গতকাল অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায় যেভাবে বিপুল সংখ্যক মানবাধিকার ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের বাড়িঘর তছনছ করলো এনআইএ আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এনাইএ-র এই আচরণ বন্ধ হওয়া জরুরি। বারবার এভাবে বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে সরকার জনপ্রিয় এই সংগঠনগুলি ও কর্মকর্তাদের সম্পর্কে বিরুপ ধারণা তৈরি করতে চাইছে। তাদের সামাজিক সম্মান নষ্ট করে, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে তাঁদের জনবিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। এভাবে সরকার নাগরিকদের সংগঠন গড়ার মৌলিক অধিকার, নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসে দৃঢ় ও অচল থাকার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

আমরা দাবি জানাচ্ছি, এনআইএ-এর এই তল্লাসি অভিযান বন্ধ হোক। গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিক নেতাকে মুক্তি দেওয়া হোক।

একইভাবে মোদি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার সোচ্চার থাকার জন্য এবং বহু চাপেও সরকারের কাছে নতি স্বীকার না করায় আজ দানবীয় ইউএপিএ আইনে রুজু হওয়া একটি সাজানো মামলায় দিল্লি ও অন্যত্র বিশিষ্ট মানুষদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের তল্লাসিও প্রতিবাদী কন্ঠ বন্ধ করার প্রয়াস। দিল্লি পুলিশের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। লক্ষনীয় মাওবাদী থেকে গান্ধীবাদী সমস্ত প্রতিবাদী মানুষ , মোদি সরকারের সমস্ত সমালোচকই আজ আক্রান্ত।

জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে এনআইএ, দিল্লি পুলিশ তথা ভারত সরকারের এসব অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

শুভেচ্ছা সহকারে,

রঞ্জিত শূর,

সাধারণ সম্পাদক

এপিডিআর।

০৩/১০/২৩